সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৮তম বর্ষ ■ ৫ম সংখ্যা ■ ভাদ্র-১৪২২ ■ পৃষ্ঠা ৪

সিংড়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে আয়োজিত ফলদ বৃক্ষ মেলা ২০১৫ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক

যশোর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ক্ষতিকর কীটনাশকমুক্ত শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমত আরা সাদেক

সিংড়া উপজেলায় ফলদ বৃক্ষ মেলা উদ্বোধন

- মো. শফিকুল ইসলাম, এআইএস, রাজশাহী

নাটোরের সিংড়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ১৬ আগস্ট স্থানীয় উপজেলা পরিষদ চত্বরে ৭ দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষ মেলা-২০১৫ উদ্বোধন করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথি ফলদ বৃক্ষের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, ফলদ বৃক্ষ থেকে শুধু জীবনরক্ষাকারী অক্সিজেন আমরা পেয়ে থাকি তা নয়, স্বাস্থ্যরক্ষাকারী খাদ্য, কাঠ, জ্বালানি, কাগজ তৈরির কাঁচামাল প্রভৃতির জোগানসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ, মাটি ক্ষয়রোধ, রাস্তার সৌন্দর্য বর্ধন ও পরিবেশ রক্ষার কাজে বৃক্ষ সাহায্য করে থাকে। কাজের সবাইকে ফলদ, বনজ ও

(৪র্থ পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

ক্ষতিকর কীটনাশকমুক্ত শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন বিষয়ক সেমিনার

– কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্রঘোষ, ইউএও, মিরপুর, কুষ্টিয়া

খুলনা বিভাগের বিভাগীয় প্রশাসনের উদ্যোগে যশোর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গত ১৬ আগস্ট ক্ষতিকর কীটনাশকমুক্ত শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ইসমত আরা সাদেক এমপি।

মো. আবদুস সামাদ, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব শুভাশীষ বসু, ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) জনাব মো. মোশারফ হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. হামিদুর রহমান, ইউএসএইড এর চিফ অব পার্টি জনাব উইলিয়ামটি লিভাইনসহ খুলনা বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ও

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ-এর সঞ্চালনায় কেমিক্যালমুক্ত সবজি উৎপাদনবিষয়ক সোস্যাল মিডিয়া আড্ডায় অংশ নেন কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ,বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন এনডিসি,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মো. নজরুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. হামিদুর রহমান প্রমুখ।

কেমিক্যাল মুক্ত সবজি উৎপাদন বিষয়ক সোস্যাল মিডিয়া আড্ডা অনুষ্ঠিত

- কৃষিবিদ কাজী আব্দুর রায়হান, অতিরিক্ত উপপরিচালক, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআইয়ের সহায়তা ৫ আগস্ট ২০১৫ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারেট এবং ১৩টি জেলা প্রশাসকের অফিসের সমন্বয়ে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'কেমিক্যাল মুক্ত সবজি উৎপাদন' শীর্ষক সোস্যাল মিডিয়া আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়।

(৩য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

কৃষি তথ্য বিস্তারে সোস্যাল মিডিয়া আড্ডা অনুষ্ঠিত

-কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ ,তথ্য অফিসার (উদ্ভিদ সংরক্ষণ), কৃষি তথ্য সার্ভিস

গত ৩ আগস্ট ২০১৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের আয়োজনে বিকেল ৪টায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের সম্মেলন কক্ষে সোস্যাল মিডিয়া আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়। আড্ডার বিষয় নির্ধারিত ছিল 'কৃষি তথ্য বিস্তারে সোশ্যাল মিডিয়া'। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা) সৈয়দ আলী নাসিম খলিলুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে আড্ডা সঞ্চালন করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধান, চিফ ইনোভেশন অফিসার ও অন্যান্য ইনোভেশন অফিসারগণ, কৃষি তথ্য সেবা বিস্তারে নিয়োজিত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহণকারী

(৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের তুলাভিত্তিক শিল্প পরিদর্শন

- কৃষিবিদ সেন দেবাশীষ, প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া জোন, সিডিবি

গত ১২ আগস্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) সৈয়দা আফরোজা বেগম এবং উপসচিব জনাব মো. আবু জোবাইর হোসেন কুষ্টিয়া অঞ্চলে তুলাচাষের সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড সরেজমিন পরিদর্শনের উদ্দেশে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কুষ্টিয়া জোনাল কার্যালয়, কুষ্টিয়ার হরিশংকরপুরস্থ প্রাইভেট কটন জিনিং মিল, তুলার বীজের স্পেলার, তুলার তেলের রিফাইনারি মিল পরিদর্শন করেন। দেশে তুলা চাষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশে কুষ্টিয়া জোনের প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তাসহ বেসরকারি কটন জিনিং মালিক এবং তুলার তেল রিফাইনারি

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সংবাদ

ময়মনসিংহে চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের (২য় পর্যায়ে) 'প্রকল্প কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা ২০১৫-১৬' শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা উদ্বোধন

– কাজী গোলাম মাহবুব, সহকারী তথ্য অফিসার (অদা), এআইএস, ময়মনসিংহ

গত ১২ আগস্ট বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহের প্রশিক্ষণ হলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ হামিদুর রহমান 'চাষি পর্যায়ে উন্নত মানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের (২য় পর্যায়)' 'প্রকল্প কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা ২০১৫-১৬' শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালার উদ্বোধন করেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মো. আলতাবুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মনোয়ারা বেগম।

প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান উপস্থিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, ময়মনসিংহ কৃষির তীর্থ ভূমি, এখানে আপনারা কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন, এটা আপনাদের গর্বের বিষয়। এখানে রয়েছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বিনা, রয়েছে কৃষি বিজ্ঞানীগণ। কৃষির জ্ঞানভাণ্ডার এখানে। তিনি আরও বলেন, আমরা প্রযুক্তিকর্মী। প্রযুক্তি হচ্ছে নতুন ভাবনা, নতুন কোন জাতের উদ্ভাবিত বিষয়। সেগুলো মাঠে বিস্তারের মাধ্যমে শত ভাগ দায়িত্ব পালন করা আমাদের প্রধান কর্তব্য। তিনি উপস্থিত সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে মহাপরিচালক মহোদয় ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলা এবং শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি ও নকলা উপজেলায় যান এবং সেখানে মাঠ ফসল পর্যবেক্ষণসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন।

বৃহত্তর রংপুর চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইক্ষু চাষ প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

-কৃষিবিদ ড. সমজিৎ কুমার পাল, প্রকল্প পরিচালক, বৃহত্তর চরাঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইক্ষু চাষ প্রকল্প

বৃহত্তর রংপুর চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইক্ষু চাষ প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান মো. মনজুরুল আনোয়ার, যুগ্ম সচিব মো. হেমায়েত হুসেন, উপপ্রধান মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, পরিকল্পনা কমিশনের সহকারী প্রধান মো. রোকনুজ্জামান ও সহকারী পরিচালক আইএমইডি লসিক চাকমাসহ ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গত ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিদর্শনকালে তারা মাঠ দিবস, লাভজনক উপায়ে আখ চাষবিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রকল্প পরিচালিত প্রদর্শনী ক্ষেতসহ কৃষকদের ক্ষেত সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে কৃষক ও উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে কৃষকরা জানান যে, আখ ফসল খরায় টিকে থাকতে পারে এবং আকস্মিক বন্যায় ডুবে গেলেও খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যেখানে অন্য ফসল আবাদ করে এর আগে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে আখ আবাদ করে বর্তমানে অনেক বেশি লাভবান হচ্ছে। ফলে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে শুধু প্রদর্শনী জমিই নয়, স্থানীয় কৃষকরা নিজ উদ্যোগেও আখ চাষ করছে।

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক আলোচনা সভা

- কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশিদ,
আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, সিলেট

১৬ আগস্ট ২০১৫ অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেটের সম্মেলন কক্ষে সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক আলোচনা সভা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ শেখ হেমায়েত হোসেন, পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ মো. ওহিদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।

আলোচনা সভায় বক্তারা জানান, সিলেট অঞ্চলের চারটি জেলার ৩০টি উপজেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। প্রযুক্তিভিত্তিক প্রদর্শনী বাস্তবায়নের প্রতি জোর দিয়ে বক্তারা বলেন, গতানুগতিকভাবে নয় বরং অতি আন্তরিকতা, উদার মানসিকতার মাধ্যমে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় ধান, কমলা, মাল্টা, মসলা জাতীয় ফসল, শাকসবজি, ভুট্টা, গম, ডাল জাতীয় ফসল, জৈব সার প্রদর্শনী, ফল বাগান স্থাপন এসব ফসলের প্রদর্শনী স্থাপনের পরিকল্পনা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি বিভাগীয় কার্যক্রমগুলো আরও গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব মো. খায়রুল আমীন, উপজেলা কৃষি অফিসার, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

বরিশাল সদর উপজেলা কৃষি অফিসার সাবিনা ইয়াসমিন কৃষিকথার ১ হাজার ২৫ জন গ্রাহকের অর্থ আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদত হোসেনের কাছে হস্তান্তর করেন

কৃষিকথার সর্বোচ্চ গ্রাহক সংগ্রহে বরিশাল সদর উপজেলা কৃষি অফিসার সাবিনা ইয়াসমিনের কৃতিত্ব

–নাহিদ বিন রফিক, টিপি, এআইএস, বরিশাল

বরিশাল অঞ্চল পর্যায়ে কৃষিকথার সর্বোচ্চ গ্রাহক সংগ্রহ করে বরিশাল সদর উপজেলা কৃষি অফিসার সাবিনা ইয়াসমিন কৃতিত্ব লাভে সক্ষম হন। তিনি গত ২৮ জুলাই ডিএইর মাসিক সভায় উপপরিচালক রমেন্দ্র নাথ বাড়ৈর মাধ্যমে আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদত হোসেনের কাছে ১ হাজার ২৫ জন গ্রাহকের অর্থ হস্তান্তর করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা করেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার ইসরাত জাহান মিলি।

কৃষি অফিসার বলেন, কৃষি প্রযুক্তি চাষিদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর অন্যতম উৎস হচ্ছে কৃষিকথা। চাষের সমসাময়িক তথ্য ও প্রযুক্তি সরবরাহ এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনায় পত্রিকাটি কৃষক পর্যায়ে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। তিনি আরও জানান, গ্রাহক সংগ্রহে উপজেলার প্রতি উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেন। গ্রাহক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতেও এ ধরনের পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

এ অঞ্চলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গ্রাহক সংগ্রহকারী হলেন পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলা কৃষি অফিসার মো. রিফাত সিকদার। তিনি চলতি বছরে মোট ৯২৮ জন গ্রাহকের অর্থ প্রদান করেন। এর আগে ঝালকাঠি সদর উপজেলায় কর্মরত থাকাকালীন সময়ে ৮৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ করেছিলেন।

পাবনায় ফলদ ও বনজ বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন

- একেএম রেজাউল ইসলাম,
সহকারী প্রদর্শনী বিশেষজ্ঞ, কৃতসা, পাবনা

'দিন বদলের বাংলাদেশ, ফল বৃক্ষে ভরবো দেশ' ও 'পাহাড়, সমতল, উপকূল, গাছ লাগাই সবাই মিলে' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ৮ আগস্ট পাবনায় ফলদ ও বনজ বৃক্ষ মেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল মুক্তমঞ্চ চত্বরে উদ্বোধন করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ ও সামাজিক বন বিভাগের যৌথ আয়োজনে ও জেল প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

পাবনা জেলা প্রশাসক কাজী আশরাফ উদ্দিনের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্স।

প্রধান অতিথি বলেন, পাবনাকে ফলে, ফুলে, শস্য, সবজি দিয়ে সবুজ পরিবেশ গড়িয়ে দিতে আসুন- সবাই মিলে গাছ লাগাই, খাদ্য-পুষ্টির অভাব তাড়াই। নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করি। পাবনা জেলাকে দেশের মধ্যে ডিজিটালের যুগে একটি শ্রেষ্ঠ জেলায় পরিণত করি।

জেলা বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা-২০১৫

–রমেশ চন্দ্রঘোষ, উপজেলা কৃষি অফিসার, মিরপুর, কুষ্টিয়া

গত ১৭ আগস্ট 'দিন বদলের বাংলাদেশ ফলবৃক্ষে ভরবো দেশ'- স্লোগানকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বন বিভাগ কুষ্টিয়ার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জেলা বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা-২০১৫ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক সৈয়দ বেলাল হোসেন। কৃষিবিদ কিংকর চন্দ্র দাস, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার পুলিশ সুপার জনাব প্রলয় চিসিম ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মুজিব ফেরদৌস। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব তুলে ধরে এ বিষয়ে জনগণকে আরও উদ্বুদ্ধ করার জন্য গণমাধ্যমসহ সবাইকে অনুরোধ করেন। তিনি বিলুপ্ত প্রায় দেশি জাতের ফল বৃক্ষ বেশি করে রোপণের জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

কেমিক্যাল মুক্ত সবজি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেলা ৩ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এ সোস্যাল মিডিয়া আড্ডায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে মুখ্য সচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ সংলাপটি সঞ্চালন করেন। এ সংলাপে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন এনডিসি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মো. নজরুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. হামিদুর রহমান, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবুল হোসেন মিঞা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ড. সৈয়দ নূরুল আলম। এছাড়া রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের কমিশনারদ্বয় এবং খুলনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাট ও বগুড়াসহ ১৩ টি জেলার জেলা প্রশাসক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কৃষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব হামিদুর রহমান বলেন, বিষ তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতি করে আর বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ ক্ষতি করে দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক ব্যবহারের পর তাই 'বিষযুক্ত খাদ্য' এর পরিবর্তে 'বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশযুক্ত খাদ্য' কথাটি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। তিনি আইপিএম প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং কীটনাশক প্রয়োগের কত দিন পর ফসল তোলা হবে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, কলা ও আম জাতীয় ফলের জন্য ব্যাগিং পদ্ধতি এবং নিরাপদ ফল ও সবজিসমূহ সহজে চিহ্নিত করার বিষয়টি উল্লেখ করেন। মহাপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলেন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে জেলা প্রশাসকগণ বিষমুক্ত খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারেন। রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার বলেন, কেমিক্যাল মুক্ত আম উৎপাদনে রাজশাহী সফল হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন এনডিসি বলেন, বর্তমানে বিদেশে জৈব প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত ফল ও সবজির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এক্ষেত্রে কন্টাক্ট ফার্মিং পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে। কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, ফসল বা সবজিতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয় ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ কমানোর উদ্দেশ্যে। গাছে সুষম সার ব্যবহার করলে তার রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং কম কীটনাশকের প্রয়োজন পরে। তাই সরকার ডিএপি, এমওপিসহ সব রাসায়নিক সারের দাম কমিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে নির্দিষ্ট সময়ের পর কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের প্রভাব দূর হয় এবং সবজি নিরাপদ হয়ে যায় তাই কীটনাশক ব্যবহার করলেই যে সবজি বিষাক্ত হয়ে যাবে এ ধারণাটি ঠিক নয়। এ জন্য প্রয়োজন কৃষকদের সচেতনতা বাড়ানো। মাটি শোধন, বীজ শোধন, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করা, পরিমিত বালাইনাশক ব্যবহার, জৈব বালাইনাশক ব্যবহার ইত্যাদি সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে আশার কথা হচ্ছে ২০০৮ সাল হতে এ পর্যন্ত শতকরা ২২-২৫ ভাগ বালাইনাশক আমদানি হ্রাস পেয়েছে। এতে প্রায় ১৪১ কোটি টাকার সাশ্রয় হয়েছে। খাদ্যে বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশের বিষয়ে ভীতি সৃষ্টি না করে সকলকে পরিস্কার ধারণা দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ এ বছর রাসায়নিক দ্রব্যমুক্ত আম ও লিচু বাজারজাতকরণে সফল হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশের প্রভাবের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সবজি বাজারজাত করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মনিটরিং বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাজারে জৈব সার, জৈব কীটনাশক ও জৈব তেল ইত্যাদি সহজলভ্য করার পাশাপাশি ভোক্তার কাছে বিষমুক্ত সবজি পৌঁছাতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে ব্যবহার করার আহ্বান জানান। উৎপাদিত কৃষি পণ্য অনলাইন বিপণনের জন্যও তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। কৃষকদের সবজি উৎপাদনে জৈব সার ও জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান।

সোস্যাল মিডিয়া আড্ডায় বিভাগীয় কমিশনারগণ, ডিএই উপপরিচালকগণ, মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাগণ, কৃষক প্রতিনিধিগণ তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। আড্ডায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনলাইনেও অনেকে তাদের মতামত/পরামর্শ প্রদান করেন। আলোচকবৃন্দ সবাই সবজি চাষে রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের পরিবর্তে জৈব পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ, বিসিএস (কৃষি) এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কৃষিবিদ নেতৃবৃন্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন।

বরিশালে সিসা-বিডি প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

- মো. শাহাদত হোসেন, আরএআইও, এআইএস, বরিশাল

ইউএসএআইডির আর্থিক সহযোগিতায় সিরিয়াল সিস্টেমস ইনিশিয়েটিভ ফর সাউথ এশিয়া ইন বাংলাদেশ (সিসি-বিডি) বরিশাল হাব-এর উদ্যোগে প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে এক কর্মশালা গত ৫ আগস্ট সদর রোডের বিডিএস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আবদুল আজিজ ফরাজী।

মৎস্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় উপপরিচালক মো. বজলুর রশিদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সিএসও ড. বাবু লাল নাগ, আঞ্চলিক ধান গবেষণা কেন্দ্রের সিএসও ড. মো. আলমগীর হোসেন, ইরির কনসালট্যান্ট ড. সাত্তার মণ্ডল, সিসা-বিডির টিমথি রাসেল, সিমিট-এর টিম লিডার উইলিয়াম জে কলিস প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্যে সিসা-বিডি বরিশাল হাব-এর সমন্বয়কারী দেব কুমার নাথ বলেন, প্রকল্পটি ইরি, সিমিট এবং ওয়ার্ল্ডফিস-এর মাধ্যমে বিভাগের ৬টি জেলার ২৫টি উপজেলায় ১৪৯৬৪টি কৃষক পরিবার নিয়ে ২০১১ সাল থেকে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে আসছে।

মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, এই অঞ্চলের দুর্যোগ মোকাবিলা করার লক্ষ্যে সিসা-ইরি অনেক লাগসই আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে মাঠপর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া ধানভিত্তিক শস্যবিন্যাসে বিভিন্ন ধরনের রবি ফসল অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। সিসা-সিমিট দক্ষিণাঞ্চলে ভুট্টা, গম ও মুগডাল চাষ সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখছে। সিসা-ওয়ার্ল্ডফিস উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম করে থাকে। প্রধান অতিথি সিসা-বিডিকে ডিএই এবং মৎস্য বিভাগের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে ডিএই, কৃষি তথ্য সার্ভিস, মৎস্য বিভাগের জেলা উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কৃষক ও জেলে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

আগস্ট মাসজুড়ে কৃষি রেডিওতে জাতির জনকের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান

-মো. শাহাদত হোসেন, স্টেশন ম্যানেজার (অ.দা.), কৃষি রেডিও

বরগুনার আমতলীস্থ কৃষি রেডিও আগস্ট মাসজুড়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ উপলক্ষে কৃষি রেডিও 'চেতনায় বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। স্থানীয় সংসদ সদস্য (বরগুনা-১ সংসদীয় আসন) অ্যাড.ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু গত ১৬ আগস্ট কৃষি রেডিও পরিদর্শন শেষে ওই অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন, যা সরাসরি সম্প্রসারণ করা হয়। কৃষি তথ্য সার্ভিসের উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) ড. মো. জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমতলী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জি এম দেলোয়ার হোসেন, সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোতাহের মৃধা প্রমুখ। আলোচকবৃন্দ স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের ওপর আলোকপাত করেন। পাশাপাশি নিজেরা কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন এবং নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। এমপি মহোদয় কৃষি রেডিও থেকে উপকূলীয় এলাকার কৃষক-শ্রমিক-জেলেদের নিয়ে সম্প্রচারিত অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং পরামর্শ প্রদান করেন। মাসব্যাপী সম্প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু জীবনী, বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে তার অবদান, কৃষি তথা কৃষক শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা, স্বাধীনতার ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গান, কবিতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

সিলেটে বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা অনুষ্ঠিত

কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশিদ,
আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, কৃতসা, সিলেট

'পাহাড়, সমতল, উপকূলে, গাছ লাগাই সবাই মিলে, 'দিন বদলের বাংলাদেশ, ফল বৃক্ষে ভরবো দেশ' এ স্লোগানকে সামনে রেখে ১৭ দিনব্যাপী বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বিভাগীয় বৃক্ষ মেলা-২০১৫ গত ৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট শহরের সুরমা নদীর পাড়ে ঐতিহ্যবাহী ক্বীন ব্রিজ প্রাঙ্গণে বন বিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেটের আয়োজনে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, মেলা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসক জনাব মো. জয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ, কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব), সিলেট বিভাগ। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মো. দেলোয়ার হোসেন, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দা জেবুন্নেছা হক, সাবেক এমপি; জনাব মো. খায়রুল বাশার, উপপরিচালক, ডিএই, সিলেট; জনাব মো. কামরুল হাসান, পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ।

প্রধান অতিথি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দেশে বনাঞ্চল বাড়ানোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে দেশীয় ফলের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং দেশি ফল চাষ বাড়ানোর আহ্বান জানান। আলোচনা সভার পূর্বে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বৃক্ষ মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন কৃষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে নারিকেলের চারাসহ অন্যান্য গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত 'কৃষি তথ্য বিস্তারে সোস্যাল মিডিয়া আড্ডা'য় প্রধান অতিথি হিসেবে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা) সৈয়দ আলী নাসিম খলিলুজ্জামান

কুষ্টিয়া অঞ্চলে তুলাচাষের সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড সরেজমিন পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) সৈয়দা আফরোজা বেগম এবং উপসচিব জনাব মো. আবু জোবাইর হোসেন

কৃষি তথ্য বিস্তারে সোস্যাল মিডিয়া আড্ডা অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন। সোস্যাল মিডিয়া আড্ডার ভূমিকা ও উপযোগিতার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে সঞ্চালক আড্ডার সূচনা করেন।

'মুক্ত আলোচনা' পর্বে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে স্ব-স্ব মতামত ব্যক্ত করেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. হামিদুর রহমান উল্লেখ করেন, ডিএই-তে আইসিটিভিত্তিক নলেজ শেয়ারিং ও নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য একটি ইউনিট গঠন করা হয়েছে যেটি মূলত সম্প্রসারণ সেবাদানকারী বা পরামর্শ সেবাদানকারী বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সুগঠিত আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের চিফ ইনোভেশন অফিসার ও যুগ্ম সচিব (পিপিবি) ড. মো. আবদুর রৌফ নিয়মিতভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থা প্রতি দুই মাস অন্তর সোশ্যাল মিডিয়া আড্ডার আয়োজন করবে বলে জানান। বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদ অপেক্ষাকৃত নবীন কর্মকর্তাদের ফেসবুকের 'কৃষি ভাবনা' গ্রুপে সংযুক্ত করে এর ব্যাপকতা বাড়ানোর পরামর্শ দেন। কৃষি তথ্য সার্ভিসের সহকারী তথ্য অফিসার (শ.উ) জনাব মোহাম্মদ মারুফ কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) এর সেবা বিষয়ে সবাইকে অবহিত করেন। প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হাসিন জাহান কৃষি কল সেন্টারের প্রশ্ন ও উত্তরগুলোকে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে সংরক্ষণসহ ইউটিউবে কৃষি বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র চ্যানেল চালু করার পক্ষে মতামত তুলে ধরেন। এটুআই প্রকল্পের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট জনাব মানিক মাহমুদ জানান, বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রথম দেশ যেখানে সরকারি পর্যায়ে 'ফেসবুক' ব্যবহৃত হচ্ছে এবং দিনে দিনে এটি নাগরিক সেবা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের একটি প্লাটফর্ম হিসেবে পরিণত হচ্ছে।

সিংড়া উপজেলায় ফলদ বৃক্ষ মেলা উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঔষধি বৃক্ষ রোপণে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তিনি উপস্থিত সব স্তরের মানুষকে মেলা পরিদর্শন ও মেলা থেকে কৃষি প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও নতুন নতুন ধ্যান ধারণা নেয়ার অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথিগণ পরিকল্পিত নগরায়ন, রাস্তার ধারে ফলদ বৃক্ষের পরিবর্তে বনজ বৃক্ষ রোপণ, ক্ষেতের আইল, পুকুর পাড় ও বাঁধে তাল খেজুর ও সুপারির চারা রোপণ এবং রোপিত বৃক্ষের যত্ন-পরিচর্যা বিষয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীসহ আবাল-বৃদ্ধ বনিতাকে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিতে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান এবং মেলা আয়োজনের জন্য কৃষি বিভাগের ডিডি মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান।

মেলায় জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষক-কৃষাণী ও রাজনীতিবিদসহ প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাটোরে ৭ দিনব্যাপী বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা উদ্বোধন

– মো. শফিকুল ইসলাম কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাজশাহী

গত ১৩ আগস্ট স্থানীয় কানাইখালী মাঠে নাটোর জেলা প্রশাসন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বন বিভাগের যৌথ আয়োজনে ৭ দিনব্যাপী বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা-২০১৫ উদ্বোধন করা হয়।

নাটোর-২ আসনের মাননীয় সাংসদ আলহাজ শফিকুল ইসলাম শিমুল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মেলার তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোরের উপপরিচালক আলহাজ উদ্দিন আহম্মেদ। প্রধান অতিথি বলেন, ফলদ বৃক্ষ শুধু ফল দেয় তা নয়, ফলদ বৃক্ষ থেকে জীবনরক্ষাকারী অক্সিজেন আমরা পেয়ে থাকি। তিনি আরও বলেন, ফলদ বৃক্ষ খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দূষিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। তিনি উপস্থিত সকলকে কমপক্ষে ৩টি করে ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা রোপণ করার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্যে বৃক্ষকে অক্সিজেনের ভাণ্ডার বলে অভিহিত করেন।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, এক বিঘা জমিতে যে পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় তার চেয়ে ফলদ, বনজ কিংবা ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করলে ৭ গুণ বেশি মুনাফা পাওয়া যায়। তাই তিনি উপস্থিত সবস্তরের মানুষকে নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য যে কোন জায়গায় যে কোন প্রতিষ্ঠানে নিঃস্বার্থভাবে বৃক্ষ রোপণ করার জোরালো অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সাত দিনব্যাপী ফলদ মেলায় ১টি গোরস্থান ও ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষক-কৃষাণী ও রাজনীতিবিদসহ প্রায় ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

হাটহাজারীতে কৃষি প্রযুক্তি ও ফলদ বৃক্ষ মেলা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে ২ আগস্ট সাত দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি ও ফলদ বৃক্ষমেলা ২০১৫ উদ্বোধন করা হয়। মেলা উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব মেজবাহ উদ্দিন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. আমিনুল হক চৌধুরী, উপপরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম, জনাব মাহবুবুল আলম চৌধুরী, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, হাটহাজারী, কৃষিবিদ শেখ আব্দুল্লাহ ওয়াহেদ, উপজেলা কৃষি অফিসার, হাটহাজারীসহ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর প্রধানগণ ও স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. মোয়াজ্জম হোসাইন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাটহাজারী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তারা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব এবং কৃষি উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে সবাইকে আরও আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান। বিজ্ঞপ্তি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের তুলাভিত্তিক শিল্প পরিদর্শন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মিলের মালিকদের সঙ্গে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং উপসচিব মহোদয়বৃন্দ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

বর্তমানে হাইব্রিড জাতের তুলার উচ্চফলন ও উন্নত গুণাবলির কারণে তুলা একটি লাভজনক অর্থকরী ফসল হিসেবে তুলাচাষকৃত এলাকার কৃষকদের মাঝে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। দেশের মাটিতে কৃষকদের উৎপাদিত বীজতুলা থেকে সুতা তৈরির কাঁচামাল আঁশতুলা ছাড়াও এর বহুমুখী ব্যবহারের কারণে কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও যশোর অঞ্চলে তুলাভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে।

ক্ষতিকর কীটনাশকমুক্ত শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন বিষয়ক সেমিনার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপজেলা কৃষি অফিসার এবং কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাগণ।

সেমিনারে ক্ষতিকর কীটনাশকমুক্ত শাকসবজি উৎপাদনের কলাকৌশলসহ অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা হয়। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে কৃষিক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে বলেন, সরকার কৃষক ও কৃষিবিদদের জন্যই আজকে আমরা সারা বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি খেতে পারছি। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যক্তির জন্য খাবার আজ বিষে পরিণত হয়েছে। ফলে শ্বাসকষ্ট, ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি বেড়ে চলেছে। জনগণের মাঝে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য তিনি জেলা প্রশাসনের সকল অফিসারকে তাগিদ প্রদান করেন।

সম্পাদক : কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: শিল্পী রত্নেশ্বর সূত্রধর ,লোগো ডিজাইন: শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত